Delhi Public School, Howrah

PRE-BOARD EXAMINATION-(2024 – 2025)

Class- XII

Care must be taken not to write anything on the question paper. All the questions must be attempted in the correct sequence.

Subject:- BENGALI (105)

Time:- 3 HOURS **F.M.-80**

SECTION – A (READING)

PART-A

1) নিচের অনুচ্ছেদ দুটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: **(2×5=10)**

A. আঠাশ বছর হয়ে গেল তিনি নেই। তিনি বাঁধ ভাঙা ও বাঁধন ছেঁড়ার গল্প। তিনি মানে খালাসিটোলার প্রমত্ততা, তিনি মানে 'এই আসছি' বলে বেরিয়ে চাইবাসা। কিন্তু তার বাইরেও আছে আরও অনেক কিছু। উচ্ছৃঙ্খলতা, অজস্র মিথ কিংবা অস্থিরতা পেরিয়ে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় যেন চির অন্বেষণরত এক নাবিক।

অগ্নি রায়ের এক বন্ধু বাড়ি এসে ম্লানমুখে একটি সান্ধ্য দৈনিক হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। প্রথম পাতার শিরোনাম অনেকটা এ রকম, 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান'।শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে আসা হয়েছে কলকাতায়। পরের দিন ছিল ঝাঁঝালো রোদের এক আশ্চর্য বসন্ত। তাঁর প্রিয় বর্ষা বা কোদালে মেঘের ছিটেফোঁটাও ছিল না কোথাও। কবির মৃত্যুতে বিধ্বস্ত কলকাতা সেদিন। রবীন্দ্রসদন আর নন্দন লাগোয়া চত্বরে ভিড় বাড়ছে। বিচিত্র, শ্রেণিহীন সেই ভিড়। বহু ট্যাক্সি ড্রাইভার, সর্বস্বান্ত চেহারার বিভিন্ন পেশার মানুষ, সকাল সকালই দু'পাত্র চড়িয়ে আসা কবিকুল, আমলা, অভিনেতা, গায়ক, পুলিশকর্তা – কে নেই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলছিলেন তাঁদের বন্ধু জীবনের কথা-'সকলের চেয়ে বেশি নিয়ে ওর একা থাকার অহংকার ছিল বোধহয়।'তাই কতকাল আগেই লিখেছিলেন-"চতুর্দোলা নিয়ে যম/অপমানে লাগে/... মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি"। কবির মৃত্যুতে এত দীর্ঘ এবং স্বতঃস্ফূর্ত গান কবিতার শোকযাত্রা তার আগে কলকাতা খুব বেশি দেখেনি। আমরা হাঁটছি, পল্লব কীর্তনিয়া ভেঙে পড়তে পড়তেও আপ্রাণ গান গেয়ে চলেছেন "ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে ...।" হাফহাতা হাওয়াই শার্ট পরে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় পাশেই হাঁটছেন।শক্তির বিভিন্ন সময়কার পদ্যের পঙক্তি গর্জে উঠছে শোকমিছিল থেকে। এমন সময় একজন পড়তে শুরু করল, "ভালোবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাবো" ... চতুর্দশপদী সিরিজের বিখ্যাত সেই কবিতা। পাশ থেকে কবি বন্ধু সন্দীপন বললেন, 'ওরে ওটা পড়িস না, ওতে খারাপ একটা কথা আছে।" টকটকে লাল চোখ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখা গেল একদম শেষে। সিগারেট খেতে খেতে চুল্লির প্রশস্ত চাতালে প্রায় দৌড়ে ঢুকে গেলেন। সমীর সেনগুপ্ত 'আমার বন্ধু শক্তি' গ্রন্থে লিখছেন "বড়ো কোম্পানিতে চাকরিও পেয়েছিল বার দুই, কিন্তু নিস্তরঙ্গ মধ্যবিত্ত জীবনে প্রমোশন পেয়েও নিল না।সামান্য কিছুদিন গ্রিনরুমে টলমল করে হাঁটা- তারপরই রাজার মুকুট পরে মঞ্চে প্রবেশ। প্রায় চল্লিশ বছর সেই মুকুট মাথায় নিয়ে ঘুরেছে শক্তি, ওকে দেখলে মনে হত না মুকুটটার ওজন একটা পালকের থেকে বেশি।"

I) অগ্নি রায়ের এক বন্ধু বাড়ি এসে ম্লানমুখে একটি সান্ধ্য দৈনিক হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

কারণ (ক): ওই কাগজে লেখা ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চলে যাওয়ার কথা।

কারণ (খ) : ওই কাগজে লেখা ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে আসার খবর।

a. কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল।

b. কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক

c. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল

d. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

II) কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শেষ ইচ্ছা কী ছিল?

a. তাঁকে যেন কেওড়াতলা মহাশ্মশানে দাহ করা হয়

b. মৃত্যুর পরেও তিনি যেন হেঁটে যেতে পারেন

c. বিচিত্র, শ্রেণিহীন মানুষ যেন তাঁর শেষযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন

d. তাঁর শেষযাত্রায় কোনো হরিনাম নয়, সেখানে যেন কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ থাকেন

III) "ওকে দেখলে মনে হত না মুকুটটার ওজন একটা পালকের থেকে বেশি।"- আলোচ্যমান উক্তিটির মধ্যে দিয়ে লেখক শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে কোন্ কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন?

a. অহঙ্কারশূন্য একজন মানুষ

b. খুব সাধারণ একজন মানুষ

c. প্রচণ্ড আবেগঘন একজন মানুষ

d. রাগী একজন মানুষ

IV)"বিচিত্র, শ্রেণিহীন সেই ভিড়।"- আলোচ্যমান উক্তিটিতে শ্রেণিহীন বলতে লেখক কাদের বুঝিয়েছেন?

a. সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে

b. খুব সাধারণ মানুষকে

c. যারা শুধু দিল পেল না কিছুই তাদেরকে

d. যাদের সামাজিক কোন পরিচয় নেই তাদেরকে

V) 'নন্দন' শব্দের সমার্থক শব্দটি হল-

a. আনন্দের উৎস

b. নির্ভর

c. আনন্দদায়ক

d. তন্ময়

B) 'জনঅরণ্য'- উপন্যাসে চাকরি খুঁজে হয়রান সোমনাথ যখন বাড়িতে জানাল, সে ব্যবসা করবে, তার বাবার মন্তব্য – এটা যেহেতু মেনে নেওয়ারই যুগ, তুই ব্যবসা করলেও সেটা আমি মেনে নেব। বোঝা যায়, বাঙালি কেমন যেন বাধ্য হয়েই ব্যবসার দিকে হেঁটেছিল। যদি কেরানির চাকরিটা আগে আগে জুটত তবে সে কিছুতেই ব্যবসার পথে হাঁটত না। কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না। ইতিহাস বলছে প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগে বাঙালির শিরা উপশিরায় বাণিজ্যের নেশাই ছুটত! সুবর্ণবণিক,গন্ধবণিক থেকে ধনপতি সওদাগর,চাঁদ সওদাগরের কাহিনি গড়ে উঠেছে এই মাটিতেই।পরবর্তী কালে দ্বারকানাথ ঠাকুর,মতিলাল শীল,রামদুলাল দে সরকারের মতো মানুষদের মধ্যেও ব্যবসায়ী প্রবণতার ঘাটতি ছিল না।

আমরা অনেকেই জানি খালি শিশি-বোতল ও কর্কের ব্যবসা করে মতিলাল ধনশালী হন।ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা মতিলালের উন্নতির প্রধান কারণ। ১৮৪২ সালে মতিলাল এক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাজা রামমোহন রায়ের অনুরোধে সতীদাহ প্রথা রহিত জন্য আইন প্রণীত হল।এই বিষয়ে কলুটোলায় মতিলাল শীলের বাড়ির কাছে একটি সভা স্থাপিত হয়। এর নাম ধর্মসভা। যদিও তিনি বলতেন এটা ধর্মসভা না,-অধর্ম সভা।সুবলচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত বই থেকে জানা যায়- 'কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য মতিলাল শীল বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করেন।'

উনিশ শতকের প্রথমদিকে এক বিখ্যাত বাঙালি ব্রিটিশদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কারবারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, তিনি হলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রিন্স দ্বারকানাথই প্রথম বাংলায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতার পরে ১৯৫৫ সালে এই ব্যাঙ্কই 'স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া' নামে পরিবর্তিত হয়।

১৯শ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইন্দো-আমেরিকান সামুদ্রিক বাণিজ্যে রামদুলাল দে সরকার একটি অগ্রণী নাম। দরিদ্র প্রতিবেশীর গৃহে গিয়ে অভাব অনটনের সংবাদ আনার জন্য রামদুলাল একজন সরকার নিযুক্ত করেন। রামদুলালের প্রথম স্ত্রী দুর্গামণির কোনও সন্তান না হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেও সারাদিনের কর্মক্লান্তির পরে দুর্গামণির কক্ষে এসে বিশ্রাম নিতেন। দুর্গামণি ঘুমিয়ে পড়লে নারায়ণীর ঘরে যেতেন। মদনমোহন কুমারের কাছ থেকে জানা যাচ্ছে রামদুলালের গৃহিণীরা প্রতিদিন মল্লিকদের দিঘি থেকে ঘড়ায় করে জল নিয়ে আসতেন। রামদুলাল ছিলেন ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যের ভগীরথ।

I) রামদুলালের তাঁর দুই স্ত্রী সম্পর্কে অনুভূতি কেমন ছিল?

a.রামদুলাল তাঁর দুই স্ত্রীকেই সমান মর্যাদা দিতেন

b.রামদুলাল তাঁর দুই স্ত্রীকেই সমান কাজ ভাগ করে দিয়েছিলেন

c.রামদুলাল তাঁর দুই স্ত্রীকেই সমান ভালোবাসতেন

d. .রামদুলাল তাঁর দুই স্ত্রীকেই সমান সম্মান দিতেন না

II) প্রিন্স দ্বারকানাথ প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের বর্তমান নাম কী?

a. ইন্দো-আমেরিকান সামুদ্রিক ব্যাঙ্ক

b. স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

c. কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ব্যাঙ্ক

d. . কোনটিই নয়

III) "তুই ব্যবসা করলেও সেটা আমি মেনে নেব।"- বক্তার এ ধরণের কথা বলার কারণ-

a. ছেলের প্রতি অগাধ আস্থা

b. ছেলের প্রতি অন্ধ ভালোবাসা

c. নিজেকে যুগের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেয়েছেন

d. ছেলেকে তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন

IV) "যদিও তিনি বলতেন এটা ধর্মসভা না,-অধর্ম সভা।"- আলোচ্যমান উক্তিটিতে 'অধর্ম' বলতে মতিলাল কী বোঝাতে চেয়েছেন?

a. সামাজিক ব্যভিচারকে

b. লৌকিক ধর্মকে

c. মানবধর্মকে

d. শিক্ষাকে

V) 'প্রবণতা' শব্দটির বিপরীত শব্দ কী হবে?

a. প্রখরতা

b. উদাসীনতা

c. স্তুতি

d. অনৈতিকতা

SECTION-B(Grammer)

2) যে কোনো পাঁচটি বাগধারা/প্রবাদের সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: (MCQ) **(1×5=5)**

I) 'তুলকালাম কাণ্ড' বোঝাতে কোন্ বাগধারাটি প্রয়োগ করা হয়?

a. কলির কেষ্ট
b. দক্ষযজ্ঞ
c. ছুঁচোর কেত্তন
d. ঢাকের বাঁয়া

II) মাস্টারমশাই ক্লাসে নেই; তাই গোটা ক্লাসঘর যেন হরিঘোষের গোয়াল হয়ে উঠেছে। - এখানে 'হরিঘোষের গোয়াল' বাগধারাটি যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা হল-

a. আসন্ন বিপদ
b. বিশৃঙ্খল অবস্থা
c. মাত্রাজ্ঞানহীন
d. সুশৃঙ্খল

III) 'পরের নির্দেশে চালিত' বোঝাতে কোন্ বাগধারাটি প্রয়োগ করা হয়েছে?

a. চিনির বলদ
b. গড্ডালিকা প্রবাহ
c. কলুর বলদ
d. একাদশে বৃহস্পতি

IV) নিচের কোন্ বাক্যে 'তুলসী বনের বাঘ' প্রবচনটির সঠিক প্রয়োগ হয়েছে?

a. গায়ে নামাবলি দিলেই কেউ 'তুলসী বনের বাঘ' হয়ে যায় না
b. আসল কথা শুনেই রামতনু 'তুলসী বনের বাঘ' হয়ে গেল
c. সারাদিন তুলসী বনের বাঘ হয়ে বসে থাকলে সংসার চলবে কী করে!
d. গায়ে নামাবলি দেখে ভুলো না, আসলে উনি তুলসী বনের বাঘ

V) 'ওজন বুঝে চলা' বাগধারাটির অর্থ-

a. নিজের ক্ষমতা বুঝে চলা
b. নিজের সময় বুঝে কাজ করা
c. একসঙ্গে অনেক কাজ করা
d. সব কাজের ভার নিজে নেওয়া

VI) মন্ত্রীকেও শেষ পর্যন্ত জেলে যেতে হয়- কথায় আছে _____।- শূন্যস্থানে কোন্ প্রবচনটি বসবে?

a. ধামাধরা
b. ধর্মের ষাঁড়
c. ঠেলার নাম বাবাজি
d. নয়-ছয় করা

VII) 'ছদ্মবেশী গুণী' বোঝাতে যে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয় তা হলো-

a. বর্ণচোরা আম

b. মাকাল ফল

c. ওষুধ ধরা

d. ইঁদুরে কপাল

SECTION-C

(Main Course Book)

3) পাঠ্য নাটক থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: (যে কোনো পাঁচটি) MCQ (1×5=5)

I) "শাহাজাদি! সম্রাটনন্দিনী! মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে?"- কোন্ নাটকের সংলাপ এটি?

a. মেবার পতন

b. সাজাহান

c. রিজিয়া

d. প্রতাপ সিংহ

II) "এর নাম যদি রাজনীতি হয়, তাহলে সে রাজনীতি আমার জন্য নয়।"- কে একথা বলেছিলেন?

a. মহম্মদ

b.ঔরঙ্গজেব

c. দিলদার

d. রজনীকান্ত

III) "ওপারের দূত উইংসে রেডি।"–কথাটির অর্থ

a. তাঁর জীবনের মোড় ঘুরতে চলেছে

b. আর এক অভিনেতা উইংসে দাঁড়িয়ে আছে

c. কালীনাথ উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে

d. মৃত্যুর দূত দাঁড়িয়ে আছে

IV) 'নানা রঙের দিন' নাটকের শেষে কোন্ নাটকের সংলাপ আবৃত্তি করেছেন রজনীকান্ত?

a. ওথেলো

b. ম্যাকবেথ

c. হ্যামলেট

d. কিং লিয়ার

V) "একটুও ভালো লাগে না বাড়িতে।" – আলোচ্যমান উক্তিটির মধ্যে দিয়ে বক্তার মনের কোন্ দিক ফুটে উঠেছে?

a. দুঃসহ একাকীত্ব

b. রাগ

c. দুঃখ

d. বেদনা

VI) মন্তব্য: রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের একটি মেয়ের সঙ্গে যে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তা ভেঙে যায়।

কারণ(ক): মেয়েটি রজনীকান্তকে থিয়েটার ছাড়তে বলেছিল।

কারণ(খ): মেয়েটি সারাজীবন একজন অভিনেতার সঙ্গে প্রেম করতে পারবে না।

মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কোন্ কারণটি সঠিক?

a. কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল

b. কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক

c. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল

d. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

4) পাঠ্যসহায়ক পাঠ থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: (যে কোনো পাঁচটি) MCQ (1×5=5)

I) নানকার প্রথার অর্থ কী?

a. প্রজাদের জমিতে স্বত্ব ছিল না

b. প্রজাদের জমিতে স্বত্ব ছিল

c. জমিদারের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া

d. জমিদারকে অর্ধেক অংশ দিয়ে দেওয়া

II) "পাহাড়ি নদী সোমেশ্বরী – সর্বদা যেন _____ হয়ে আছে।" – শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও

a. উত্তাল

b. রেগে টং

c. দুরন্ত

d. হাসিখুশি

III) "ছোটো ছোটো ছেলের দল ভয়ে মায়ের আঁচল চেপে ধরে।"

কারণ(ক): দূর থেকে বাঁশের মোটা লাঠির ডগা দেখে

কারণ(খ): জমিদারের পাইপ-বরকন্দাজ গাঁয়ে আসার ফলে আলবাঁধা রাস্তায় লোহার খুর লাগানো জুতোয় খট খটাখট শব্দে

a. কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল

b. কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক

c. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল

d. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

IV) "ডন-কুস্তি করা জোয়ান শরীরকেও কাঁপিয়ে দেয়।" কী?

a. বায়ু দূষিত করা জঙ্গলের হাওয়া

b. প্রচণ্ড শীত

c. প্রবল কুয়াশা ঝড়

d. জঙ্গলের দাবানল

V) হলেজ খালাসি ত্রিভঙ্গ রায়ের মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল?

a. খাদে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে

b. খাদে বন্যার জল ঢুকে যাওয়ায়

c. লিফটে আটকে গিয়ে

d. এক মুনশির লাথিতে

VI) 'কামিন' কাদের বলা হয়?

a. ছেলে মজুরদের

b. মেয়ে মজুরদের

c. হিন্দুস্থানিদের

d. কয়লাখনির ঠিকেদারদের

PART-B: Descriptive Questions

SECTION-B (Grammar)

5) ধ্বনিবিজ্ঞানের নিম্নলিখিত সূত্রগুলির যে কোনো একটির দু'টি উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখো: **(2+2)×1=4**

অপিনিহিতি অথবা স্বরভক্তি

6) শব্দার্থতত্ত্বের নিম্নলিখিত প্রকারভেদগুলির যে কোনো একটির তিনটি উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখো: **(2+2)×1=4**

শব্দার্থের উৎকর্ষ অথবা শব্দার্থের সংকোচন

SECTION-C

Supplementary Reader/Non-detailed Text

7) " কিন্তু এমন দুর্যোগে ভগবানও কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমোন বোধ করি।"- কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে? এমন মন্তব্যের কারণ কী বলে তোমার মনে হয়? **(2+3=5)**

অথবা

"রূঢ় বাস্তব নিয়মকে উল্টে মধুর আধ্যাত্মিক নীতি করা যায়, কিন্তু সেটা হয় অনিয়ম।"- 'রূঢ় বাস্তব নিয়ম' বলতে নিখিল কী বুঝিয়েছে? উদ্ধৃত বক্তব্যের নিরিখে নিখিলের আদর্শবাদের পরিচয় দাও।

8) "সবাই দিগন্তে চোখ রাখল" – কেন? **(2)**

9) "এইবার গুছিয়ে ভাবতে হচ্ছে" – উদ্দিষ্ট ব্যক্তি গুছিয়ে কোন্ কোন্ বিষয়ে ভাবতে থাকে? **(3)**

অথবা

"এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কী?" – তুমি কী মনে করো বক্তা সত্যি অপরাধ করেছেন?

10) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো: **(5×1=5)**

গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার
আরোগ্যের জন্য ওই সবুজের ভীষণ দরকার

অথবা

সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালবাসিলাম,

11) "আমি তা পারি না" – এখানে কবির কোন্ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে বলে তুমি মনে করো? **(3)**

অথবা

"আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন"- কবির একথা বলার কারণ কী?

12) "ভারত জয় করেছিল তরুণ আলেকজান্ডার। / একলাই নাকি" – আলেকজান্ডারের পরিচয় দাও। পঙক্তিটির মাধ্যমে কবি কোন সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন বলে তোমার মনে হয়? (2+3=5)

অথবা

"পাতায়-পাতায় জয়/জয়োৎসবের ভোজ বানাত কারা?"-পাতায় পাতায় কাদের জয় লেখা? "জয়োৎসবের ভোজ" যারা বানাত তাদের প্রতি কবির কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

13) "কী সহজে এক-একটা চরিত্র বুঝতে পারতাম-কী আশ্চর্য সব নতুন রঙের চরিত্রগুলো চেহারা পেত..."- বক্তা কে, তিনি কোন্ চরিত্র বোঝার কথা বলেছেন? বক্তার এ ধরণের কথা বলার মধ্যে প্রাসঙ্গিকতা কতটা আছে বলে তুমি মনে কর? (2+3=5)

অথবা

"Farewell the tranquil mind!farewell content!"- কোন্ মূল নাটকের সংলাপে কে কখন ব্যবহার করেছেন? বক্তার জীবনে উদ্ধৃতিটির প্রাসঙ্গিকতা কতটা আছে বলে তোমার মনে হয়?

14) 'মেঘের গায়ে জেলখানা' পাঠ্যে 'দুয়োরানীর ছেলে' বলে কাদের অভিহিত করা হয়েছে? 'সুয়োরানীর ছেলে' ও 'দুয়োরানীর ছেলে' র মধ্যে শাস্তির যে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় তা কতটা যুক্তিপূর্ণ বলে তুমি মনে কর? (2+3=5)

অথবা

"সে এক দিন ছিল বটে।"- 'সে এক দিন' বলতে কোন্ দিনের কথা বলা হয়েছে? সেদিনের পরিচয় দাও।

15) "অথচ আমরা সবাই বাংলাদেশেরই মানুষ"- 'অথচ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কেন? (2)

অথবা

"দেরি নেই" – লেখকের একথা মনে হয়েছে কেন?

Section-D

Creative Writing

16) নিচে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হল। এটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো: (1+2+3=6)

১ জানুয়ারি, ২০২৪: নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলা ভাষায় খুব সুনির্দিষ্টভাবে নতুন বানানবিধি ও যুক্তাক্ষরবিধি প্রয়োগ করতে চাইছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এর আগেই বাংলা বানানকে সরল করা ও অভিন্ন বানান চালু করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। কিন্তু সমস্ত পাঠ্যপুস্তকে বাধ্যতামূলকভাবে এই নতুন বানানবিধি ও সেইসঙ্গে যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রেও নতুন নিয়ম চালু করা হচ্ছে এই প্রথম।

সরকারি তরফে জানানো হয়েছে, বাংলা বানানে অহেতুক জটিলতা শিক্ষাপ্রসারের অন্তরায়। তাই বাংলা বানানে সরলতা বিধান বাঞ্ছনীয়। তৎসম শব্দছাড়া অন্য বানানে বা বিদেশি শব্দের বাংলা লিপ্যন্তরে অহেতুক ঈ-কার, ঊ-কার ইত্যাদির প্রয়োগের কোনো মানে হয় না। তাই পাখি, বাড়ির মতো দিল্লি, কাহিনি, মন্ত্রি লেখাই সঙ্গত।

এছাড়া একই শব্দের বিভিন্ন বানান লেখার অভ্যাসেও একটা সমতা আনা প্রয়োজন। বাধ্যতামূলক বানানবিধি চালু না করলে এটা এ পর্যন্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। যেমন 'খৃষ্টাব্দ' /'খ্রিস্টাব্দ' ইত্যাদি নানা বানান নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্ত হয়। নতুন বানানবিধি অনুযায়ী যে কোনো পাঠ্যপুস্তকে এবং ছাত্রছাত্রীদের এই বানান লিখতে হবে- 'খ্রিস্টাব্দ', তেমনি 'আগস্ট'।

বানান ছাড়াও যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রেও নতুন বিধি কার্যকর করছে রাজ্য সরকার। নতুন শিক্ষাবর্ষে নতুন পাঠ্যক্রমে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকদের এই নতুন বিধি অনুযায়ী বই ছাপাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত শিশু ও নবস্বাক্ষরদের কথা ভেবে যুক্তাক্ষরকে স্বচ্ছ করার জন্য এই পরিকল্পনা। এমন অনেক যুক্তাক্ষর আছে, যেখানে একাধিক ব্যঞ্জনগুলিকে আর মূল রূপে চেনা যায় না, যেমন –

ঞ + জ, ঙ + গ, ষ + ণ ইত্যাদি। এখন থেকে নবসাক্ষর ও শিশুদের কথা ভেবেই যুক্তাক্ষরগুলি লেখা হবে ঞয়ের নিচে গ,জ লিখে। এছাড়া উ/ঊ কারের ক্ষেত্রেও কিছু বদল আনা হয়েছে, যেমন- রু, রূ, হু, গু, ইত্যাদি। র লিখে উ-কার, র লিখে ঊ-কার দিলেই হবে। ক্ষ এবং জ্ঞ এখনো অপরিবর্তিত আকারেই থাকছে।

a) উপরের প্রতিবেদনটির একটি উপযুক্ত শিরোনাম দাও।

b) যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন আনা হয়েছে?

c) তিনটি বাক্যে মূল বিষয়টির উপর আলোকপাত করো।

17) নিজেদের হাত-খরচ নিজেরাই রোজগার করবে- এই জন্যে তোমাদের বিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রছাত্রী মিলে নিজেদের তৈরি হাতের কাজ বিক্রি করার জন্যে একটি প্রদর্শনী করবে।–এই বিষয় অবলম্বনে একটি বিজ্ঞাপন লেখো।(৫০টি শব্দে) **(6)**

অথবা

অনাথ শিশুদের পড়ানোর উদ্দেশ্যে তোমার পাড়ায় একটি পাঠশালা খোলা হবে। - এই বিষয় অবলম্বনে একটি বিজ্ঞাপন রচনা করো।(৫০টি শব্দে)